অগ্নিদাহ স্বপ্ন সম্ভাবী রাতের

এক ক্রুদ্ধ বাজের চিৎকার শূন্যলোকে কম্পন তুলে
ছায়াপথ মুহূর্তেই চূর্ণ কাচ
তীক্ষ্ম নজরে সে বিদ্ধ করে আকাশ
মধ্য দুপুরেই ঘনায় অন্ধকার
আন্দোলিত নিসর্গ হঠাৎ স্থবির ফুল গুটিয়ে নেয় ঘ্রাণ
সবুজ পাতার বুকে ক্রিয়াশীল হলুদ অবসাদ
সুউচ্চ পাহাড়
থেকে পাথর
গড়িয়ে
পড়ে
অব্যাহত পাথরের ধস
এবং তার হিংস্র চোখ থেকে বিচ্ছুরিত অগ্নিদাহ
করে সকল স্বপ্নসম্ভাবী রাত

বাড়ি এলাম

বাড়ি এলাম বাড়ি, বাড়ি মানে পাঞ্জিপ্রহরী
ইচ্ছেমত বয়ে যাওয়া ইছামতি নদী
উদার মাঠ-ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠা
অনন্তাকাশ
কখনও বা সূর্যদাহে দগ্ধ
মাটি পাতা ঘাস
দুপুর চিরে চিলের চিৎকার
সরীসৃপের চোখের তারায়
নির্ভরতা নিবিড় অনুপ্রাস
বাড়ি এলাম বাড়ি, বাড়ি মানে বালক বেলার স্মৃতি
মায়ের সোহাগ বোনের আদর বাবার শাসন ভাইয়ের প্রীতি
বাড়ি মানে গুলতি হাতে সারা বেলা
ঘুঘুর পিছু পিছু
বাড়ি এসে পূর্বমুখী ঘরটি খুঁজি
ঘরটি তো নেই
পশ্চিমের ঐ দীর্ঘ দেবদা
আর চন্দনে লাল উঠোন সেও অনুপস্থিত
সুদূরে এক নিস্পত্র নাম না জানা গাছ
আমার প্রতিমা

দু'চোখ উথলে উঠা অশ্রুধারা ।
বাষ্পায়িত হয়ে মেঘের বুকে বাড়ায় জলকণিকা
বাড়ি এলাম বাড়ি, বাড়ি মানে লকলকে জলজ উদ্ভিদ
নৌকার গলুইয়ে ধ্যানমগ্ন মাছরাঙা
পুকুরের জলে ঘন শ্যাওলা--নিরালা দুপুরে ডাহুকের চলাচল
কচুরির ফুলে ময়ূর নৃত্যের চিত্রণ
ও দোয়েল শালিখ ও ঘাস ফড়িং
ও মোরগ ডাকা ভোর
আমায় দেখে চিনতে পারো নি?
শুভ সন্ধ্যা
অস্তরবি রশ্মি ছটা
এক চিলতে চাঁদ
শুভ রাত্রি
ঝিঁঝিঁর বৃন্দ তান
নীল দ্যুতি জোনাকি
সুপ্রভাত
ধান্যগুচ্ছ
ঝরা বকুল
শিশির ভেজা গোলাপ
জল ছুঁই ছুঁই হিজল ফুলের রংয়ের উল্লাস
বিদায় তবে আজ

মিজান রহমান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com